দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 1998
পৃঃ 2 কলাম ৫

অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও শিবিরের ডাকে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি বাতিল এবং নগ্ন দলীয়করণের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহবানে গতকাল (বুধবার) ক্যাম্পাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে অযোগ্য প্রার্থী অরবিন্দু সাহাকে (তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত) শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং বিভিন্ন বিভাগের প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ আমান্য করে দলীয়করণের মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবীতে ছাত্র সংগঠন দু'টি এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘট চলাকালে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চলাচল না করায় ক্যাম্পাসে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ থেকে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আসেননি। প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়ায় গতকাল ব্যাংকের কার্যক্রমও বন্ধ ছিল। ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্র সংগঠন দু'টির কর্মীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয় এবং মিছিল-সমাবেশ করে। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অবৈধ নিয়োগ ও পদন্নোতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাতিল না করলে কঠোর কর্মসূচী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে বলে ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবিরের পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এদিকে ইঃ বিঃ শিক্ষক সমিতিও আগামী ২ দিনের মধ্যে এসব নিয়োগ ও পদোন্নতি বাতিলের দাবী জানিয়েছে। অন্যথায় শিক্ষক সমিতিও বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে। বর্তমান ভিসি প্রফেসর মোঃ কায়েস উদ্দিনের মেয়াদকাল ১ বছর পূর্ণ হতে না হতেই তার বিরুদ্ধে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এসব বিষয় নিয়ে ছাত্র সংগঠনসমূহ আন্দোলন করায় পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার্থীরা আশংকা করছে, তাদের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে না। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়ায় তাদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। দীর্ঘ সাড়ে ৩ বছরের সেশন জটের অক্টোপাসে আবদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষাকে ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখার দাবী জানিয়েছে।